'টিচার' গল্প অবলম্বনে টিচারদের ভয়াবহ দুরবস্থার চিত্র বর্ননা করো।

একদিকে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষন তত্ত্ব অপর দিকে কার্ল মার্কসের তত্ত্ব এই দুই ব্যক্তিত্বের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে এক শক্তিশালী লেখক হিসাবে নিজের নামটি পাকা করে নেন এই শিল্পী। সাহিত্য সমাজের দর্পন। বাংলা কথাসাহিত্যে মানিকের আবির্ভাব হয়েছে দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন এক সময়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বা তার পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, হাহাকার, বেকারত্ব, চরম দুরবস্থা। এমনই এক প্রেক্ষাপটে লেখক 'টিচার' ছোটগল্পটি রচনা করেছেন। 'টিচার' গল্পে দেখানো হয়েছে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের চরম আর্থিক দুরবস্থা।

'টিচার' গল্পটির মূল বিষয়বস্তু এই -
রাজমাতা হাইস্কুলে টিচারেরা কম বেতনের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। স্কুলের সেক্রেটারী অবিনাশ তরফদার একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে সকলকে সদুপদেশ দান করেন। টিচারেরা তাদের দুরবস্থার কথা বলতে পারেন না। ঐ স্কুলেরই হেডমাস্টার শশাঙ্কের জামাই ঐ স্কুলের শিক্ষক গিরীন, রায় বাহাদুরকে (অবিনাশ তরফদার) তার

ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রন করতে যান। রায়বাহাদুর গিরীনের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গিরীনের বাড়িতে এলে, গিরীনের বাড়ির নগ্নরূপটি তাঁর চোখে পড়ে। অসুস্থ বাবাকে চিকিৎসা করানোর মত টাকা নেই। গিরীনের শোবার ছোট, অন্ধকার ঘর দেখে দমবন্ধ হয়ে আসে রায়বাহাদুরের। গিরীনের ছেলে, যার অন্নপ্রাশন তারই জ্বর। টাকার অভাবে সুচিকিৎসা করাতে পারে নি গিরীন। গিরীন শিশুটিকে মেঝেতে শুইয়ে দেয় তাকে আশীর্বাদ করে ~~আ~~ ওষুধ দেন রায়বাহাদুর। গিরীনের বাড়ির ~~এরূপ~~ দুরবস্থা দেখে রায়বাহাদুর ভেবে পায় না, মিটিং-এ কিছু না বলে বাড়িতে ডেকে এনে চোখে আঙুল দিয়ে গিরীন তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে কি না। গিরীনের এমন আর্থিক দুরবস্থা দেখে দশ টাকা বাড়ানোর আর্জি জানায় রায়বাহাদুর, সে আর্জিতে সমর্থন করে না গিরীন। সোমবার, গিরীনকে স্কুল থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়।

এই গল্পে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন শিক্ষকদের চরম আর্থিক দুরবস্থার চিত্র অঙ্কন করেছেন। গিরীন তৎকালীন শিক্ষকদের প্রতিভূ। রাজমাতা হাইস্কুলে দীর্ঘদিন সে শিক্ষকতা করে আসছে। গিরীনের বাড়ির বেহাল অবস্থা সরাসরি প্রত্যক্ষ করানোর জন্যই রায়বাহাদুর অবিনাশ প্রেসিডেন্ট...

গিরীন যেহেতু ঐ স্কুলের হেডমাস্টারের জামাই তাই গিরীনের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অল্পাধিক কিছুটা হলেও ওয়াকিবহাল। সে বলেছে ... 'গত মাসের বাকি মাইনেটার জন্য একটু, যে রকম দিনকাল, সংসার চালানোই —'। লেখক গিরীনের পারিবারিক দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে নানা চিত্র অঙ্কন করেছেন।

প্রথমত, তার বাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে, বৈঠকখানায় ভাঙা তক্তপোশ, ছেঁড়া ময়লা শতরঞ্চি, কেরোসিন কাঠের টেবিলের সামনে কালিমাখা একটি কাঠের চেয়ার। অর্থাৎ ঘরের এমন চিত্র দেখে বোঝাই যায় এ কোন কেতাদুরস্ত ধনী ব্যক্তির ঘর নয়।

দ্বিতীয়ত, লক্ষ করা যায়, গিরীনের বাবা দীর্ঘ দু'বছর অসুস্থ। টাকার অভাবে সে চিকিৎসা করানো যায় নি।

'তার ডাক্তার বলেছিলেন, কলকাতা নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে, পেরে উঠিনি, সাত-আটশো টাকার ব্যাপার'।

তৃতীয়ত, গিরীনের ঘরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বৈঠকখানা বাদ দিলে মোটে দু'খানা ঘর। এবং তা ~~[illegible]~~ অস্বাস্থ্যকর। যার অন্নপ্রাশন তার জ্বর, যার চিকিৎসারও টাকা নেই গিরীনের।

চতুর্থত, গিরীনের গৃহিনীর কঙ্কালসার, বিবর্ণ, রক্তশূন্য, ~~সেই~~ মুখ, বিয়ের সময় পাওয়া সেই একটি শাড়ি এই চিত্র সত্যই

ভয়াবহ। এইসব ভয়াবহ দৃশ্য দেখে রায়বাহাদুরের মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। শেষে সে বলে ওঠে... ঃ

'তোমার অবস্থা এত খারাপ তা তো জানতাম না গিরীন। অ্যাপ্লিকেশান দিও, ও মাস থেকে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব।'

'টিচার' গল্পটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এইভাবে এক ভয়াবহ চরম দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। গিরীন যেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর-কালের সমস্ত শিক্ষকদের প্রতিভূ হয়ে নিজের ছেলের অন্নপ্রাশনের অছিলায় স্কুলের রায়বাহাদুরকে ডেকে চোখে আঙুল দিয়ে ঐ দুরবস্থার চিত্র দেখিয়েছেন।

Scanned with CamScanner